শুভ জন্মদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

লোগো

যোবায়ের আহমদ

প্রকাশ: ০১ জুলাই ২০২৪ | ০০:৩৯ | আপডেট: ০১ জুলাই ২০২৪ | ০৩:০১

UNIBOTS

এ ভূখণ্ডে উচ্চশিক্ষার আলোকবর্তিকা, একটি জাতিরাষ্ট্র গঠনের Advertisement: 0:03

বাংলাদেশের পথপ্রদর্শক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ। ১৯২১ সালের ১ জুলাই পূর্ববঙ্গের অবহেলিত জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বঙ্গভঙ্গের ক্ষতিপূরণ হিসেবে দীর্ঘ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে দেশের প্রাচীনতম এ বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে। নানা বিরোধিতা-প্রতিকূলতা এড়িয়ে গড়ে ওঠা এ অঞ্চলের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়টি দেশের জ্ঞানচর্চার বাতিঘর হিসেবে শত বছর ধরে জ্বালিয়ে

চলেছে জ্ঞানের মশাল। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকদের বড় অংশ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন বা পড়িয়েছেন।

এ প্রতিষ্ঠানের হাত ধরেই এই দেশের জনগোষ্ঠী উচ্চশিক্ষার পথে হেঁটেছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলনের সূচনা ও বেগবান করেছে এবং দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের চিন্তা ও সক্রিয়তার প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং এর পরবর্তী সব জনআন্দোলন ও সংগ্রামে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে গৌরবময় ভূমিকা। এখনও মুক্তচিন্তার বিকাশ; অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কেন্দ্র এই বিশ্ববিদ্যালয়।

UNIBOTS

Advertisement: 0:03

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল রোববার বাণীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিবিড় চর্চার পাশাপাশি আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনবদ্য অবদান চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন শিক্ষার্থী হিসেবে তিনি আশা প্রকাশ করেন, জ্ঞান ও আলোর পথের অভিযাত্রায় ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় নতুন দিগন্ত তৈরি করবে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

হালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠছে। আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিংয়েও এর অবস্থান হতাশাজনক। তবে শিক্ষাবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম মনে করেন, যে বিশাল এবং মহৎ লক্ষ্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার অনেক গুণ অর্জিত হয়েছে। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি জাতির জন্মের পিছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে। এটা পৃথিবীর কোনো বিশ্ববিদ্যালয় করেছে- এমন কোনো ইতিহাস নেই। বাঙালির মধ্যবিত্ত সমাজ গঠনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা ছিল। বাঙালির শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ না হলে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামও হতো না, আমরা অনেক পশ্চাৎপদ থাকতাম।

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থায় শঙ্কা প্রকাশ করেন এই অধ্যাপক। তিনি আরও বলেন, ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে পাকিস্তান আমলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ভূমিকা ছিল- সে রাজনীতি এখন নেই। এখন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা তাতে আমি UNIBOTS কিন্তু আমি মনে করি এটি সাময়িক ব্যাপার। কারণ যে বিশ্ববিদ্যালয়

তিনটি অনুষদ, ১২টি বিভাগ, তিনটি আবাসিক হল, ৬০ জন শি

হাজার শিক্ষার্থী এবং প্রায় ২০৪৮ জন শিক্ষক নিয়ে এক বিশাল

এলাকায় প্রায় ৬০০ একর জমির ওপর গড়ে ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ

উপাচার্য অধ্যাপক এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেছেন, প্রতিষ্ঠ

ও প্রায়োগিক শিক্ষার সমন্বয়ে এ অঞ্চলে উচ্চশিক্ষা বিস্তার করে

Advertisement: 0:03

প্রদান করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়কে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে যুগোপযোগী করতে নানা উদ্যোগ ও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বাজার-উপযোগী বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থী প্রস্তুত করাই আমাদের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক উন্নয়ন

পরিকল্পনা ও ভৌত মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বর্ণাঢ্য কর্মসূচির মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন করা হবে। এ দিন সকাল ১০টায় উপাচার্য অধ্যাপক মাকসুদ কামাল ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সামনের পায়রা চত্বরে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে– 'তরুণ প্রজন্মের দক্ষতা উন্নয়নে উচ্চশিক্ষা'। প্রতিপাদ্য বিষয়ে টিএসসি মিলনায়তনে আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

এ ছাড়া উপাচার্য ভবন, কার্জন হল, কলাভবন ও ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও সড়কে আলোকসজ্জা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রবেশপথে তোরণ নির্মাণ এবং রোড ডিভাইডার ও আইল্যান্ডে সাজসজ্জা করা হবে।

UNIBOTS

Advertisement: 0:03